বাংলাদেশের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় জনগণের জন্য আবাসন এবং জীবিকায়ন প্রকল্প

Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL)

আদিবাসী/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি সম্পর্কিত পরিকল্পনা কাঠামো (আইপিপিএফ)

এপ্রিল, ২০২৩

এই পরিকল্পনা কাঠামো বাংলাদেশের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় জনগণের আবাসন এবং জীবিকায়ন সহায়তার জন্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কর্তৃক RHL প্রকল্পের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF) এ আবেদন করা হয়েছে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

www.পিকেএসএফ.org.bd

ঘোষণা

বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন ও নির্দেশনায় আদিবাসী বলে কোনো জনগোষ্ঠী নেই, তবে তাদেরকে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী/উপজাতি' জনগোষ্ঠি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। RHL প্রকল্পের জন্য, এই পরিকল্পনা কাঠামোটি প্রণয়ন করেছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), যেটি একটি ডাইরেক্ট অ্যাকসেস এন্টিটি (DAE)। এই প্রকল্পটি গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF) থেকে অর্থায়ন প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। GCF এর ১৯/১১ সিদ্ধান্তের আলোকে এবং GCF-এর 'আদিবাসী জনগণের নীতি' অনুসারে পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা কাঠামোটি স্পষ্টীকরণের জন্য, GCF-এর 'আদিবাসী জনগণের নীতি'-তে উল্লিখিত নিয়মাবলী'র সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে আদিবাসী শব্দটি এই পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অথবা উপজাতি হিসেবে বিবেচিত হবে।

উল্লেখ্য যে, পিকেএসএফ এই প্রকল্পের জন্য মূল বাস্তবায়নকারী সংস্থা (EE)' হিসেবে কাজ করবে এবং একটি 'প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ)' স্থাপন করবে।

সাম্প্রতিক আদমশুমারি অনুসারে প্রকল্প এলাকায় প্রায় ১৩.৯২ মিলিয়ন মানুষ বসবাস করে। তাদের মধ্যে মাত্র ২৬০৪৭ জন, যা সামগ্রিক প্রকল্প এলাকার জনসংখ্যার ০.১৯% আদিবাসী বা ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ভুক্ত। সামগ্রিক জনসংখ্যার তুলনায় আদিবাসী জনগনের সংখ্যা কম হলেও এ প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঝুঁকিপূর্ণতা যথাযথভাবে বিবেচনা করা হবে। প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসীরা হচ্ছে রাখাইন সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাঁরা মুলত: পটুয়াখালী, বরগুনা ও কক্সবাজার জেলায় বসবাস করে। এই পরিকল্পনা অনুসরণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে আদিবাসীদের কৃষ্টি-কালচার এবং প্রয়োজন যথাযথভাবে বিবেচনা করা হবে।

কপিরাইট

এই পরিকল্পনা কাঠামো পিকেএসএফ এর একটি দলিল। এখানে প্রকাশিত মতামতগুলি গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের (GCF)-এর প্রতিনিধিত্ব করে না। তবে, এই দলিলটি গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে।

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

ক. ভূমিকা

বাংলাদেশের ৭টি উপকূলীয় জেলায় বসবাসকারী উপকূলীয় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহনশীল আবাসন এবং জীবিকাকে কেন্দ্র করে RHL প্রকল্পটিকে প্রণয়ন করা হয়েছে। পিকেএসএফ হল প্রকল্পের মুল বাস্তবায়নকারী সংস্থা (EE)। পিকেএসএফ -এর কমপক্ষে ১৫ (পনের) টি সহযোগী সংস্থা (POs) সহযোগী বাস্তবায়নকারী সংস্থা বা (IEs) হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। IEs নির্বাচন করা হবে একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং তহবিল প্রস্তাবে বর্ণিত পূর্ব-নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে।

প্রকল্পের প্রাথমিক লক্ষ্য হল টেকসই জীবিকার এবং জলবায়ু সহনশীল আবাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন করা। প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণের মাধ্যমে প্রকল্পটি নিম্নলিখিত ফলাফল অর্জন করবে:

ক. বৈরি আবহাওয়া থেকে সম্পদ এবং জীবনের ঝুঁকি হ্রাস করা।

খ. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি থেকে জীবিকায়নকে সুরক্ষা দেয়া।

গ. কমিউনিটি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান দ্বারা মানসম্মত জলবায়ু পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন।

খ. উদ্দেশ্য

২. প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর কম/বেশি প্রভাব পড়তে পারে। এই পরিকল্পনাটি GCF এর আদিবাসী জনগণের নীতি, ২০১৮ অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা কাঠামো-এর মূল উদ্দেশ্য হবে প্রকল্পের কার্যক্রম যাতে আদিবাসীদের মধ্যে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি না করে এবং সাংস্কৃতিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা নিশ্চিত হয়। এজন্য পিকেএসএফ এবং এর নির্বাচিত সহযোগি সংস্থা আদিবাসিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিচক্ষণভাবে প্রকল্পের এলাকা নির্বাচন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ), আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় আদিবাসী / উপজাতি সম্প্রদায় হতে উপকারভোগী নির্বাচন করবে। প্রকল্প কার্যক্রমভুক্ত এলাকায় আদিবাসী/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মাঝে লক্ষিত জনগোষ্ঠী পাওয়া গেলে সেই এলাকার জন্য একটি সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন করা হবে।

গ. আদিবাসীদের সংজ্ঞা

৩. বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন ও নির্দেশনায় বাংলাদেশের কোন জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি, তবে তাদের 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' এবং 'উপজাতি জনগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আদিবাসীরা হল সামাজিক বা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, যারা মূল জনগোষ্ঠী হতে স্বতন্ত্র পৃথক প্রথাগত সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; একটি স্বতন্ত্র (ভাষা) এবং ঐতিহাসিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে এবং সামাজিকভাবে স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী।

ঘ. প্রকল্প এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়

৪. বাংলাদেশ জনসংখ্যা ও গৃহায়ন শুমারি ২০২২ অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রায় ১.৬৫ মিলিয়ন আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বাস করে। বাংলাদেশে ৫২ টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৪৯.৯৮% পুরুষ এবং ৫০.০২% মহিলা। বাংলাদেশের প্রতিটি আদিবাসী গোষ্ঠীর নিজস্ব স্বতন্ত্র ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং উত্তরাধিকার রয়েছে। তাদের জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন উপায়ও রয়েছে, যার বেশিরভাগই তাদের বাসস্থান, ভৌগলিক অবস্থান এবং বাস্তবতার নিরিখে বৈশিষ্টমন্ডিত। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৭টি উপকূলীয় জেলা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। জনসংখ্যার আদমশুমারি অনুসারে, প্রকল্প এলাকায় প্রায় ১৩.৯২

মিলিয়ন মানুষ বাস করে। তাদের মধ্যে মাত্র ২৬,০৪৭ বা সামগ্রিক জনসংখ্যার একটি নগণ্য ০.১৯% আদিবাসী / ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। আদিবাসীরা বেশিরভাগই রাখাইন সম্প্রদায়ের এবং মূলত পটুয়াখালী, বরগুনা এবং কক্সবাজার জেলায় কেন্দ্রীভূত।

ঙ. প্রকল্পের প্রভাব

৫. প্রকল্প এলাকায় অল্প সংখ্যক আদিবাসী অবস্থানের কারণে, প্রকল্পের ফলে কোনো আদিবাসী স্থানচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। উপরন্তু, প্রকল্পের কার্যক্রমের প্রকৃতি কোনো স্থানচ্যুতি ঘটাবে না। অংশীজনদের সাথে আলোচনার সময় রাখাইন সম্প্রদায় প্রতিশ্রুতি দেয় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নে তারা সব ধরনের সহযোগিতা ও সমর্থন প্রদান করবে। তারা আশা করে যে প্রকল্পটি তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাবে এবং নেতিবাচক প্রভাব থাকবে না।

চ. পরামর্শ, অংশগ্রহণ এবং প্রকাশ

৬. এই পরিকল্পনা কাঠামোটি আদিবাসী সম্প্রদায় ও আদিবাসী সংগঠনগুলিকে (যদি থাকে) অবহিত করবে। এক্সিকিউটিং এন্টিটি (EE) এবং ইমপ্লিমেন্টিং এন্টিটিস (IEs) প্রথম থেকেই আদিবাসীদের পরামর্শ গ্রহণ করবে এবং এই কার্যক্রম প্রকল্পের শেষ পর্যন্ত চলতে থাকবে। প্রকল্পের কার্যক্রম নির্বাচন, নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। EE সম্ভাব্য এবং সংশ্লিষ্ট আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাথে এবং যারা আদিবাসীদের উন্নয়নের সমস্যা এবং উদ্বেগগুলির সাথে কাজ করে এবং/বা জানে তাদের সাথে পূর্বে পরামর্শ করবে। কার্যকর অংশগ্রহণের সুবিধার্থে, EE প্রকল্প চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাথে পরামর্শ করার জন্য একটি সময়সূচী অনুসরণ করবে, বিশেষ করে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্থান নির্বাচনের প্রস্তুতির সময়। এছাড়াও, জনসংখ্যার তথ্য সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের জন্য EE সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (SIA) করবে; (i) সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি; এবং (ii) সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব — ইতিবাচক এবং নেতিবাচক — প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে।

৭. প্রতিটি কম্পোনেন্ট/ উপ-কম্পোনেন্টের জন্য, আদিবাসী কম্পোনেন্ট সম্প্রদায়ের কাছে উপ-কম্পোনেন্টের বিস্তারিত তথ্য সহ প্রকাশ করা হবে। এটি জনসাধারণের পরামর্শের মাধ্যমে করা হবে এবং স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করে ব্রোশিওর, লিফলেট বা পুস্তিকা হিসাবে প্রকাশ করা হবে। স্থানীয় ভাষায় আদিবাসী পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ ব্যবস্থাপনা : (i) ইউনিট এর অফিস; (ii) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (iii) উপজেলা নির্বাহী অফিসের কার্যালয়; এবং (iv) অন্য কোন স্থানীয় পর্যায়ের পাবলিক অফিস সমূহেও প্রকাশ করা হবে। এছাড়াও উক্ত দলিলসমূহ প্রকাশ ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। যদি প্রকল্পটি কোনো আদিবাসী সম্প্রদায়ের এলাকার মধ্যে বাস্তবায়িত হয় তবে , প্রকল্পটি তাদের প্রতিনিধি এবং সংস্থাগুলিকে (আদিবাসী মহিলা এবং যুবক) অন্তর্ভুক্ত করবে। অর্থপূর্ণ পরামর্শের জন্য পিকেএসএফ, AE হিসাবে, প্রস্তাবিত কার্যক্রম দেশের প্রযোজ্য আইন এবং বাধ্যবাধকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা নিশ্চিত করবে, বিশেষ করে প্রকল্পের নকশা, বাস্তবায়ন অন্তর্ভুক্তিমূলক কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। ঝুঁকি এবং প্রভাব আদিবাসীদের সম্প্রদায়কে কুতটুকু প্রভাবিত করবে এবং প্রকল্পটি প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের (যদি থাকে) সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করবে।

ছ. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং GRM

৮. পিকেএসএফ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট এবং সহযোগী সংস্থা একজন মনোনীত ফোকাল কর্মকর্তা থাকবেন , যারা আদিবাসীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ কার্যকরভাবে প্রতিকারের জন্য আদিবাসী সংক্রান্ত কর্ম পরিচালনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

৯. আদিবাসীদের উদ্বেগ, অভিযোগ, এবং প্রতিটি উপ-কম্পোনেন্টে প্রকল্পের সুরক্ষামূলক কার্যকারিতা সম্পর্কে সহযোগী সংস্থাদের সহায়তায় সমস্যা সমাধানের জন্য একটি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার (GRM) আওতায়, আদিবাসী প্রতিনিধি এবং স্থানীয় অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি (GRC) গঠন করা

হবে। IPP বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলাকালীন GRC গঠন ও সক্রিয় করতে হবে যাতে আদিবাসী সম্প্রদায় অভিযোগ দায়ের করার এবং তাদের স্বীকৃত স্বার্থ রক্ষা করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পায়। অভিযোগ নথিভুক্ত করতে এবং নথিভুক্ত করার জন্য আদিবাসীদের সহায়তা দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে GRC-এর সমাধানের জন্য সহায়তা প্রদান করা হবে। মালিকানা বা অন্যান্য অভিযোগ বিচার ব্যবস্থা দ্বারা সমাধান করা হবে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট জনসচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে জনসাধারণকে জিআরএম সম্পর্কে সচেতন করবে।

জ. বাজেট

১০. আইপিপি বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত বাজেটের সংস্থান রাখা হবে। IPP বাস্তবায়নের জন্য বাজেটে প্রধানত আদিবাসীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং স্ব-কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ, পরামর্শ/সভা, তথ্য প্রচার, আইপিপি বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ, এবং জিআরএম-এর ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। IPPF-এর পরিপ্রেক্ষিতে সাব-কম্পোনেন্ট মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত হয়ে গেলে, IPP-এর যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।

ঝ. মনিটরিং

১১. সহযেগী সংস্থার সহায়তায় পিকেএসএফ আইপিপি (IPP) বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন করবে। সহযোগী সংস্থাগুলি সঠিক তথ্যসহ বেইজলাইন ডাটা সংগ্রহ করবে এবং এবং উক্ত বেইজলাইনের ভিত্তিতে আদিবাসীদের উপর প্রকল্পের প্রভাবগুলি মূল্যায়ন করবে। পিকেএসএফ একটি ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS) এবং রিপোর্টিং সিস্টেম প্রণয়ন করবে। পিএমইউ -এর মাধ্যমে পিকেএসএফ প্রতিটি IPP বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের সার্বিক তত্বাবধান করবে। পিকেএসএফ প্রয়োজনীয় ডাটা/তথ্য সংগ্রহ করবে এবং আদিবাসীদের উপর প্রভাব বিবেচনা করে নিয়মিতভাবে প্রকল্পের ফলাফল এবং প্রভাব বিশ্লেষণ করবে এবং বার্ষিক কর্মক্ষমতা যাচাই করে জিসিএফ এ প্রতিবেদন দাখিল করবে।

১. প্রকল্প পটভূমি:

১. পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) "বাংলাদেশের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় জনগণের জন্য আবাসন এবং জীবিকায়ন (RHL)" শীর্ষক একটি প্রকল্প তৈরি করেছে, যা গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ডে (GCF) অর্থায়নের জন্য জমা দেয়া হয়েছে। RHL প্রকল্পটি বাংলাদেশের উপকূলীয় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই বসতি এবং জলবায়ু অভিযোজিত জীবিকায়ন কার্যক্রমে অর্থায়ন করবে। পিকেএসএফ হল প্রজেক্টের এক্সিকিউটিং এন্টিটি (EE) যেখানে পিকেএসএফ এর অন্তত ১৫ টি পার্টনার অর্গানাইজেশন (POs) বাস্তবায়নকারী সংস্থা (IE) হিসাবে নির্বাচিত হবে। IEs নির্বাচন করা হবে একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং তহবিল প্রস্তাবে বর্ণিত পূর্ব-নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে। এটি বাংলাদেশের সাতটি উপকূলীয় জেলায় বাস্তবায়িত হবে: জেলাগুলো হচ্ছে বরগুনা, ভোলা, পটুয়াখালী, কক্সবাজার, বাগেরহাট, খুলনা এবং সাতক্ষীরা।

২. প্রকল্পের প্রাথমিক লক্ষ্য হল বাংলাদেশের উপকূলীয় জনগোষ্ঠীকে জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়ন এবং আবাসন সুবিধা প্রদান করা। প্রকল্পটি প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণের জন্য নিম্নলিখিত ফলাফলগুলি অর্জন করবে, যেমন, ক) চরম আবহাওয়ার ঘটনা থেকে সম্পদ ও জীবনহানির ঝুঁকি হ্রাস করবে; খ) ঝড়-বৃষ্টি, সমুদ্র-পৃষ্ঠের উচ্চতা ও লবনাক্ততা হতে জীবিকায়নকে সুরক্ষা দেবে; গ) জলবায়ু পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের জন্য কমিউনিটি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির সক্ষমতা এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করবে।

৩. উপাদান/ফলাফল ১: চরম আবহাওয়ার ঘটনা থেকে সম্পদ ও জীবনের ক্ষতি ঝুঁকি হ্রাস: গবেষণায় দেখা গেছে যে উপকূলীয় এলাকার তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি পরিবার জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তীব্র বৃষ্টিপাত, ঘূর্ণিঝড়, জ্বলোচ্ছ্বাস এবং উপকূলীয় বন্যার ঝুঁকিতে রয়েছে। সহিষ্ণু জীবিকায়ন বজায় রাখার জন্য, প্রস্তাবিত প্রকল্পটি জলবায়ু সহনশীল আবাসন নির্মাণে সহায়তা প্রদান করবে। প্রকল্পের অধীনে জলবায়ু সহনশীল আবাসনের ধারণার মধ্যে রয়েছে বন্যা বা জলোচ্ছ্বাস স্তরের উপরে বসতবাড়ি নির্মান, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সংশ্লিষ্ট অভিঘাত (যেমন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস মোকাবেলায় কংক্রিট ঘর নির্মাণ এবং/অথবা পুনর্গঠন), জলবায়ু সহনীয় স্যানিটারি টয়লেট নির্মাণ, বৃষ্টির পানি সংগ্রহের ব্যবস্থা, বসতবাড়িতে সবজী চাষ , এবং বসতবাড়ি এলাকার চারপাশে বৃক্ষরোপণ। ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জলবায়ু সহিষ্ণুতার জন্য টেকসই আবাসন খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কারণ দূর্যোগ-পরবর্তী সময়ে প্রতি বছর তাদের বাড়ি মেরামতের জন্য তাদের আয়ের সিংহ ভাগ ব্যয় করতে হয়।

৪. উপাদান/ফলাফল ২: সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা এবং লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ হতে জীবিকায়ন টেকসই করা: সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, পানি ও মাটিতে লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা এবং উপকূলীয় বন্যার কারণে উপকূলীয় জনসংখ্যার একটি বড় অংশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের জন্য অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ। এ সমস্ত অভিঘাত এবং স্বাদু পানিতে মাছ চাষের জন্য কৃষি, একটি উল্লেখযোগ্য হুমকি। ইউএনডিপির একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা দেখায় যে খুলনা ও সাতক্ষীরায় বসবাসকারী ১৬ এবং ৩৫ শতাংশ মানুষ অত্যন্ত দরিদ্র, যেখানে জাতীয়ভাবে অত্যন্ত দারিদ্র্যের হার ১২.৯ শতাংশ। এই জেলাগুলিতে লিঙ্গ বৈষম্য বিরাজ করছে, যা নারীদের দৈনন্দিন কাজকর্মের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতাকে সংকুচিত করে। উদাহরণস্বরূপ, পরিবার এবং কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কম থাকে ফলে তারা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনা।

৫. প্রস্তাবিত প্রকল্পে ছাগল ও ভেড়া পালন করা হবে মাচা পদ্ধতিতে; কাঁকড়া হ্যাচারি এবং চাষ সহ বাড়ীর চারপাশে ম্যানগ্রোভ গাছ এবং ফলের গাছ লাগানো হবে; বাড়ির উঠানে সবজি চাষ করা হবে; প্রস্তাবিত কার্যক্রমের সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি চিহ্নিত করা হবে সেগুলো হচ্ছে : ক) অংশগ্রহণকারীদের, বিশেষ করে মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি; খ) অংশগ্রহণকারীদের এবং বাজারে অভিগম্যতা বৃদ্ধি; গ) সরকার এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা; ঘ) বেসরকারী খাতের নিযুক্তি; এবং উন্নত জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন জ্ঞান, মনোভাব, এবং অনুশীলন। প্রকল্পটি বিশেষ করে কৃষি খাতে লবণাক্ত সহিষ্ণু প্রযুক্তি এবং অনুশীলনে প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং সক্ষমতা প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। প্রকল্পটি নির্বাচিত পরিবারকে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা হবে এবং তাদের নিজস্ব খরচে সবজি চাষে উৎসাহিত করা হবে।

৬. উপাদান/ফলাফল ৩: কম্যুনিটি এবং স্থানীয় সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা উন্নত জলবায়ু পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন: কম্যুনিটি স্তরে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলি মোকাবেলা করার জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানত প্রথাগত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়াও, এমন অভিজ্ঞ এনজিও রয়েছে যাদের ঋন কার্যক্রমের কারণে স্থানীয় কম্যুনিটির সাথে শক্তিশালী এবং দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক রয়েছে। এই সংস্থাগুলি কম্যুনিটি স্তরে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কার্যক্রম প্রচারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কর্ম এলাকায় বাস্তবায়নকারী সংস্থা (IE) হিসাবে কমপক্ষে ১৫ টি এনজিও নির্বাচন করবে এবং প্রশিক্ষণ ও অভিযোজন কার্যক্রম অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। এটি প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি বাস্তবায়নের সময় সভা এবং কর্মশালায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা পালন করবে। ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান হবেন স্থানীয় অভিযোজন নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার ফোকাল পার্সন।

৭. পিকেএসএফ সর্বদা একটি গ্রুপ-ভিত্তিক পদ্ধতিতে দরিদ্র এবং দুর্বল লোকেদের সাথে কাজ করে। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্পগুলির জন্য, এই গ্রুপগুলিকে "জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন গ্রুপ (CCAGs)" বলা হয়। গ্রুপে প্রতিটি নির্বাচিত বসতবাটি হতে একজন করে প্রতিনিধি থাকবে। প্রায় পঁচিশজন (+/-) অংশগ্রহণকারী একসাথে একটি গ্রুপ গঠন করবে। এই গ্রুপ গঠনের উদ্দেশ্য হল ডেলিভারি খরচ কমানোর জন্য এবং প্রস্তাবিত কার্যক্রমগুলি বাস্তবায়নে ক্ষতিগ্রস্ত কম্যুনিটির অংশগ্রহণ এবং সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করে গ্রুপগুলিতে পরিষেবাগুলি প্রদান করা। কারণ CCAGনিয়মিত বিরতিতে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করবে, সাধারণত পাক্ষিক বা মাসিকভিত্তিতে এটি সমাজের সকল স্তরে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান স্থানান্তর করতে সহায়তা করবে। এইভাবে, তারা তাদের জীবন ও জীবিকার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলিকে আত্বস্থ করতে সক্ষম হবে। দলগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা এবং কীভাবে এই সমস্যাগুলি মোকাবেলা করতে হবে সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পাবে। তারা তাদের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমাতে সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবে। তারা প্রকল্পের মেয়াদের পরেও কমিউনিটি অবকাঠামো দেখভাল করবে। এছাড়াও, গ্রুপ পদ্ধতি প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ব্যয় হ্রাস করবে।

৮. প্রকল্পটি বেশ কয়েকটি অবকাঠামোগত অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহন করবে। উদাহরণস্বরূপ, ক) উপকূলীয় বাসিন্দাদের জন্য জলবায়ু-অভিযোজিত ঘর নির্মাণ; খ) উপকূলীয় বাসিন্দাদের বসতবাড়ি এবং খামার এলাকায় গাছ লাগান; গ) ছাগল বা ভেড়া পালনের জন্য ঘর তৈরি করা; ঘ) বসতবাড়ি এলাকায় লবণাক্ত-সহনশীল সবজি চাষ করা; ঙ) কাঁকড়া হ্যাচারি নির্মাণ এবং বাচ্চা কাকড়া উৎপাদন ; চ) বাচ্চা কাঁকড়া প্রতিপালনে প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান; এবং ছ) কাঁকড়া চাষীদের প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদান।

২. আইপিপিএফ এর প্রেক্ষিত

৯. এই প্রকল্পের অধীন ক্রিয়াকলাপগুলি প্রকল্প এলাকার মধ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপর বিভিন্ন প্রভাব ফেলতে পারে। আদিবাসী পরিকল্পনা কাঠামো বা IPPFএর উদ্দেশ্য হল আদিবাসী জনগণের উপর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাবগুলি কমিয়ে আদিবাসী জনগণের পরিকল্পনা (IPP) প্রস্তুত করার জন্য একটি নীতি কাঠামো প্রদান করা। প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী বাঙালি এবং আদিবাসী বা উপজাতি উভয় সম্প্রদায়ই রয়েছে। GCF-এর আদিবাসী নীতি ২০১৮ অনুসারে, RHL প্রকল্পের জন্য একটি আদিবাসী জনগণের পরিকল্পনা কাঠামো (IPPF) প্রস্তুত করা প্রয়োজন। আদিবাসীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য রয়েছে; তাদের জীবিকা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন মূলধারার বাঙালি জনগণ থেকে আলাদা, যদিও প্রকল্প এলাকায় তাদের উপস্থিতি নগণ্য, অর্থাৎ ০.১৯% ।

১০. GCF এর আদিবাসী নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিচয়, জীবিকার উপায়, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মর্যাদা, প্রচলিত অধিকার এবং আদিবাসীদের অধিকার রক্ষা করা। অধিকন্তু, GCF যেকোন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রবর্তনকে সমর্থন করে যা শুধুমাত্র আদিবাসী সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র পরিচয় রক্ষা করতে সাহায্য করে না বরং যেখানে সম্ভব সম্প্রদায়ের সদস্যদের বা তাদের প্রতিনিধিদের সমস্ত প্রকল্পের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। এটা প্রত্যাশিত যে কোনো নির্দিষ্ট কার্যক্রম শুরু করার আগে, বিশেষ করে প্রকল্পের প্রস্তুতি, নকশা এবং বাস্তবায়নের পর্যায়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্য/তাদের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা। GCF প্রকল্পের উন্নয়নে আদিবাসী সম্প্রদায়ের নারী সদস্যদের ভারসাম্যপূর্ণ অংশগ্রহণের বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে বলে।

১১. প্রকল্পটির লক্ষ্য উপকূলীয় জনগণের জীবন ও জীবিকা উন্নত করা এবং টেকসই সম্প্রদায় গড়ে তোলা। তাই আদিবাসীদের (আইপি) প্রকল্প থেকে উপকৃত হওয়া উচিত। আদিবাসীদের সাথে প্রাথমিক পরামর্শে দেখা গেছে যে প্রকল্প এলাকায় কোনও নেতিবাচক প্রভাব নেই। তবুও এই আইপিপিএফ প্রকল্পের অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করেবে যাতে প্রকল্প এলাকায় আদিবাসী সম্প্রদায় কার্যকরভাবে জড়িত এবং প্রকল্পের সুবিধা পেতে সক্ষম হয়। যাইহোক, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্যরা (যদি থাকে) যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় তা নিশ্চিত করবে। তাই, RHL প্রকল্পটি আদিবাসী জনগণের পরিকল্পনা কাঠামো অনুসরণে কাজ করবে এবং প্রকল্প পরিষেবাগুলি থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য আদিবাসীদের সহায়তা করবে।

৩. উদ্দেশ্য

১২. আইপিপিএফ নিশ্চিত করতে চায় যে আদিবাসী বা উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলিকে প্রাসঙ্গিক উপ-কম্পোনেন্ট প্রস্তুতিতে অংশগ্রহণের জন্য একত্রিত করা, অবহিত করা, এবং পরামর্শ নেয়া। আইপিপিএফ-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রকল্পের অধীনে উপ-কম্পোনেন্ট নির্বাচন এবং প্রস্তুতির জন্য, যাতে প্রকল্পের সুবিধা সঠিকভাবে বিতরণ নিশ্চিত করা যায় এবং প্রকল্প এলাকায় আদিবাসীদের উন্নয়নে উৎসাহ দেওয়া যায়। কাঠামোটি GCF এর আদিবাসী জনগণ নীতি, ২০১৮ অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে।

১৩. আইপিপিএফ-এর মূল উদ্দেশ্য হবে সাধারণভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম এবং বিশেষ করে অবকাঠামোগত কাজগুলি আদিবাসীদের উপর বিরূপ প্রভাব না ফেলে এবং তারা সাংস্কৃতিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা পায় তা নিশ্চিত করা। এবং জন্য পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাগুলিকে সমস্ত উপ-কম্পোনেন্ট এবং তাদের অবস্থান নির্বাচন এবং নিশ্চিত করতে হবে, উপ-কম্পোনেন্ট এলাকায় আদিবাসীরা উপস্থিত রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের নির্বাচন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এই বিষয়ে, আদিবাসীদের সাথে যথাযথ পরামর্শ নিম্নলিখিত নির্দেশিকাগুলি বিবেচনা করে তাদের চাহিদা এবং উদ্বেগগুলি মূল্যায়ন করার জন্য অপরিহার্য: (i) প্রস্তাবিত কার্যক্রমের জন্য বসতবাড়ি উন্নয়নের পরিকল্পনা এবং নকশা এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে প্রতিকূলতা এড়ানো বা হ্রাস করা যায়। আদিবাসীদের উপর (সম্ভাব্য) ক্ষতিকর প্রভাব কমানো যায়। (ii) যেখানে আদিবাসীদের উপর প্রতিকূল প্রভাব অনিবার্য, সেখানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (iii) যেখানেই সম্ভব, আদিবাসী সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত সুযোগগুলিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি তা জনগণের মাঝে প্রচার করা।

১৪. যেহেতু প্রকল্প এলাকার বেশিরভাগ আদিবাসী দরিদ্রতম গোষ্ঠীর অন্তর্গত, এবং সামাজিকভাবে প্রধান জনসংখ্যা থেকে পৃথক (বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশীলন, সামাজিক নেটওয়ার্ক এবং মিথস্ক্রিয়া সহ), এজন্য প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল আদিবাসীদের সক্রিয়তা নিশ্চিত করা। আদিবাসীদের অংশগ্রহণ এবং প্রকল্প থেকে তাদের বাস্তব সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। ইভেন্টে যে কোনো সাব-

কম্পোনেন্টে কোনো আইপি প্রভাব আছে বলে প্রতীয়মান ফলে এই কাঠামোটি আদিবাসীদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির জন্য গাইড করবে যার লক্ষ্য কোনো প্রাসঙ্গিক উন্নয়ন সমস্যা সমাধান করা।

১৫. আদিবাসী নির্বাচনের মানদণ্ড: PMU নির্বাচিত উপ-কম্পোনেন্ট এলাকার কাছাকাছি সমস্ত আদিবাসী বা উপজাতীয় জনবসতি পরিদর্শন করবে যা উপ-কম্পোনেন্ট উপাদান দ্বারা প্রভাবিত এবং প্রভাবিত হতে পারে। EE এবং IEs দ্বারা নির্বাচিত সম্প্রদায়গুলিতে আদিবাসী/উপজাতীয় সম্প্রদায় এবং তাদের নেতাদের সাথে সাব-কম্পোনেন্ট সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতে এবং সাবকম্পোনেন্ট সম্পর্কে তাদের মতামত নেওয়ার জন্য সভার আয়োজন করবে। এই সভায় সুরক্ষা কর্মকর্তা আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় আদিবাসী বা উপজাতি সম্প্রদায়ের উপকারভোগী নির্বাচন করবেন। নির্বাচন প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত দিকগুলি বিবেচনা করবে: (i) এলাকার আদিবাসী/উপজাতি সম্প্রদায়ের নাম(গুলি); (ii) এলাকায় উপজাতীয় সম্প্রদায়ের মোট সংখ্যা; (iii) মোট এলাকা/স্থানীয় জনসংখ্যার তুলনায় আদিবাসী/সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার শতাংশ (iv) প্রস্তাবিত উপকম্পোনেন্টের প্রভাবিত আদিবাসী/সম্প্রদায়ের পরিবারের সংখ্যা। (v) উপ-কম্পোনেন্টের জন্য কোন আইপি সম্প্রদায় থেকে কোন জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন কি-না ? (vi) যদি তাই হয়, জমি অধিগ্রহণ এড়াতে কোন বিকল্প আছে কি-না ? (vii) যদি না হয়, তাহলে কি এই সাবকম্পোনেন্টটি বাদ দেওয়া হবে? (viii) একটি আইপিপি প্রয়োজন হবে যদি একটি উপ-কম্পোনেন্ট কোনো আইপি সম্প্রদায়ের সংশ্লিষ্টতা থাকে। (ix) যদি নির্বাচনের ফলাফলগুলি প্রস্তাবিত উপকম্পোনেন্টের প্রভাবের অঞ্চলে আদিবাসী/উপজাতি সম্প্রদায়ের পরিবারের উপস্থিতি নির্দেশ করে, তবে সেই অঞ্চলগুলির জন্য একটি সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন করা হবে।

৪. আদিবাসীদের সংজ্ঞায়িত করা

১৬. কোনো একক সংজ্ঞা আদিবাসীদের সকল বৈচিত্র্যকে একীভূত করতে পারে না। এমনকি বাংলাদেশে বিদ্যমান আইন ও নির্দেশনায় 'আদিবাসী' শব্দটি নেই, তবে তারা 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' এবং 'উপজাতি' জনগোষ্ঠীকে স্বীকৃতি দেয়। GCF সংজ্ঞায়িত করে আদিবাসীরা হল সামাজিক বা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী যারা স্বতন্ত্র (বিভিন্ন মাত্রায় স্ব-পরিচয় এবং অন্যদের দ্বারা স্বীকৃতির অধিকারী; পৃথক প্রথাগত সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; স্বতন্ত্র ভাষা) এবং দুর্বল (ঐতিহাসিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে)। EE-এর উচিত নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করে বিশেষ ভৌগলিক এলাকায় আদিবাসীদের চিহ্নিত করতে উন্নয়ন সহযোগীদের নির্দেশিকা ব্যবহার করা। (i) একটি স্বতন্ত্র আদিবাসী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে আত্ম-পরিচয় এবং অন্যদের দ্বারা এই পরিচয়ের স্বীকৃতি; (ii) প্রকল্প এলাকায় ভৌগলিকভাবে স্বতন্ত্র আবাসস্থল বা পূর্বপুরুষের অঞ্চল এবং এই আবাসস্থল এবং অঞ্চলগুলির প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে সম্পৃক্ততা; (iii) প্রথাগত সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যা প্রভাবশালী সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে পৃথক; এবং (iv) একটি আদিবাসী ভাষা, প্রায়শই দেশ বা অঞ্চলের সরকারী ভাষা থেকে আলাদা। মূলত আদিবাসীদের একটি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় রয়েছে যা মূলধারার সমাজ থেকে আলাদা যা তাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় উপেক্ষিত হওয়ার ঝুঁকিতে ফেলে।

৫ . আদিবাসীদের পরিকল্পনা (IPP)

১৭. যদি কোন আদিবাসীরা প্রভাবিত হয় (প্রতিকূলভাবে বা ইতিবাচকভাবে), কোন উপ-কম্পোনেন্ট বাস্তবায়নের কারণে, EE নিম্নে বর্ণিত নীতি, নির্দেশিকা এবং পদ্ধতি অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট সাবকম্পোনেন্টগুলির জন্য একটি আইপিপি প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করবে। প্রতিকূল প্রভাব এড়াতে বা কমানোর জন্য, এবং একই সাথে, সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত সুবিধা নিশ্চিত করতে, EE

নিম্নলিখিত নীতিগুলি মেনে ভৌত কাজগুলি নির্বাচন, নকশা এবং বাস্তবায়ন করবে: (i) সাধারণভাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং তাদের সংস্থাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত করে উপ-কম্পোনেন্টগুলির অবস্থান সনাক্তকরণ, পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন; (ii) আদিবাসীদের সাথে, উপ-কম্পোনেন্টগুলিতে যে ভৌত কাজগুলি করা হবে তা সম্ভাব্য প্রভাবগুলির প্রকৃতি এবং মাত্রা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করতে হবে এবং কোনও প্রতিকূল প্রভাব এড়াতে বা কমানোর বিকল্পগুলি অন্বেষণ করতে হবে; (iii) যেখানে বিকল্পগুলি সম্ভব নয় এবং প্রতিকূল প্রভাবগুলি অনিবার্য, সেখানে আদিবাসী জনগণ এবং আদিবাসীদের সংস্কৃতি এবং উদ্বেগ সম্পর্কে অন্যদের সাথে যৌথভাবে মূল প্রভাবের বিষয়গুলির একটি মূল্যায়ন করতে হবে; (iv) প্রতিকূল প্রভাবগুলি প্রশমিত করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা সহ আইপিপি প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলি গ্রহণ করতে হবে এবং, যদি সুযোগ থাকে তবে সার্বিকভাবে আদিবাসীদের জন্য উন্নয়ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং (v) কোনো নির্দিষ্ট সাবকম্পোনেন্টে সার্বিকভাবে কমিউনিটি সাপোর্ট এর প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করতে হবে।

৬. বাংলাদেশের আদিবাসী

১৮. বাংলাদেশ জনসংখ্যা ও গৃহায়ন শুমারি ২০২২ অনুযায়ী প্রায় ১.৬৫ মিলিয়ন আদিবাসী রয়েছে এবং তারা, ৫২ টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এদের প্রায় ৪৯.৯৮ শতাংশ পুরুষ এবং ৫০.০২ শতাংশ মহিলা। মোট জনসংখ্যার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাঙ্গামাটি (৩৭২৮৬৪), খাগড়াছড়ি (৩৪৯৩৭৮) এবং বান্দরবান (১৯৭৯৭৫) পার্বত্য জেলাগুলিতে কেন্দ্রীভূত। বৃহত্তর রাজশাহী, বৃহত্তর বগুড়া, বৃহত্তর রংপুর, বৃহত্তর দিনাজপুর, বৃহত্তর বরিশাল, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, বৃহত্তর সিলেট এবং বৃহত্তর খুলনা সহ উত্তর বাংলাদেশের জেলাগুলিতেও বেশ কিছু উপজাতি বাস করে। উক্ত জেলাগুলি প্রকল্প এলাকায় নয়। RHL , প্রকল্পভুক্ত জেলাগুলির আওতাধীন মোট জনসংখ্যার প্রায় ০.১৯ শতাংশ উপজাতি বা জাতিগত সংখ্যালঘু মানুষ। বাংলাদেশের প্রতিটি জাতিগত আদিবাসী সম্প্রদায়ের নিজস্ব স্বতন্ত্র ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পরিচয় রয়েছে। তদুপরি, তাদের জীবিকার বিভিন্ন উপায় রয়েছে, বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের আদিবাসীরা তাদের জীবিকার উপায় বজায় রাখতে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে।

৭. প্রকল্প এলাকার আদিবাসীরা

১৯. প্রকল্পটি বাংলাদেশের সাতটি উপকূলীয় জেলায় বাস্তবায়িত হবে। বাংলাদেশ জনসংখ্যা ও আবাসন শুমারি ২০২২ অনুযায়ী, সারণি ১ এ উল্লিখিত সাতটি জেলা নিয়ে প্রকল্প এলাকার মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৩.৯২ মিলিয়ন। প্রকল্প জেলাগুলির মোট জনসংখ্যার মধ্যে, শুধুমাত্র ২৬০৪৭ জন আদিবাসী, যা মোট জনসংখ্যার একটি নগণ্য অংশ (০.১৯%) নিয়ে গঠিত। প্রকল্প এলাকায়, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বা উপজাতীয় জনসংখ্যা বেশিরভাগই রাখাইন সম্প্রদায়ের এবং প্রধানত কক্সবাজার ও বরগুনা জেলায় কেন্দ্রীভূত। প্রকল্প এলাকায় জেলাভিত্তিক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বা উপজাতীয় জনসংখ্যার অংশের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সারণী ১ এ দেখানো হয়েছে।

সারণী ১: প্রকল্প জেলা সমূহে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষের সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি

প্রকল্প এলাকায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি				
ক্রমিক নংঃ	জেলার নাম	জেলার জনসংখ্যা	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনসংখ্যা	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনসংখ্যা (শতকরা)
১	বরগুনা	১০১০৫৩০	১১৩১	০.১১
২	ভোলা	১৯৩২৫১৪	৭৭৩	০.০৪
৩	পটুয়াখালী	১৭২৭২৫৪	১১১১	০.০৬
৪	কক্সবাজার	২৮২৩২৬৫	১৪৮৬১	০.৫৩

৫	বাগেরহাট	১৬১৩০৭৯	১০৪৬	০.০৬
৬	খুলনা	২৬১৩৩৮৫	৩২৬০	০.১২
৭	সাতক্ষীরা	২১৯৬৫৮১	৩৮৬৫	০.১৮
মোট		১৩৯১৬৬০৮	২৬০৪৭	০.১৯

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০২৩: বাংলাদেশ জনসংখ্যা ও গৃহায়ন শুমারি ২০২২, ঢাকা, বাংলাদেশ

২০. প্রকল্পটি এখনও সমস্ত আদিবাসী /ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বা উপজাতীয় সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করতে পারেনি - এটি প্রকল্পের সূচনা পর্যায়ে করা হবে। প্রকল্প প্রস্তুতির এই পর্যায়ে, পিকেএসএফ ৩-১৮ জানুয়ারী ২০২৩ সাল পর্যন্ত মাঠ পরিদর্শনের সময় প্রকল্প এলাকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায় রাখাইন সম্প্রদায়ের সাথে কিছু প্রাথমিক পরামর্শ পরিচালনা করেছে। পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া এবং কক্সবাজার জেলার রাখাইন পাড়ার । আলোচনায় রাখাইন সম্প্রদায়ের নারী ও পুরুষ উভয় সদস্যই অন্তর্ভুক্ত ছিল। অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ছিলো সম্প্রদায়ের নেতা, দোকানদার, বিভিন্ন পেশাজীবী, মহিলা এবং যুব গোষ্ঠী। পরামর্শ সভার উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্প এলাকায় আদিবাসীদের সংখ্যা, তাদের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জীবিকার দিক, সামাজিক সংযোগ, মূলধারার জনসংখ্যার সাথে সম্পর্ক, সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে, মতামত গ্রহণ এবং মূল্যায়ন করা। এই পরামর্শ সভাগুলি থেকে জানা যায় যে, আদিবাসী সম্প্রদায় প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন উপজেলায় অবস্থিত এবং তারা তাদের প্রত্যাশা ও চাহিদা পূরণ করে প্রকল্প থেকে উপকৃত হবে বলে আশা করে। অংশগ্রহণকারীরা তাদের জীবিকায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রস্তাবিত RHL প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব এবং প্রত্যাশিত সুবিধা সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছে। পরামর্শ সভার আলোকে আদিবাসীদের মতামত পরের অনুচ্ছেদে বিবৃত হলো।

২১. আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বর্ণনা করেন যে রাখাইন সম্প্রদায় সপ্তদশ শতাব্দীতে (জাতিগত বৈষম্য ও সামাজিক অস্থিরতার কারণে মিয়ানমার থেকে দেশান্তরিত হয়ে) কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় বসতি স্থাপন করে। প্রধান পেশা হস্তচালিত তাঁত। তবে সুতার দাম বেড়ে যাওয়ায় তাদের তাঁতের ব্যবসা কমে গেছে। পটুয়াখালী অঞ্চলে ১৯৬৫, ১৯৭০, ১৯৯১, ১৯৯৭ সালের ঘূর্ণিঝড় এবং তারপর সিডর (২০০৭) ও আইলা (২০০৯) এদের জীবনে দুর্যোগ এসেছে। সম্প্রদায়ের মহিলা সদস্যরা বেশিরভাগই তাঁত বুননে এবং কৃষিতে নিযুক্ত। তারা তাদের পুরুষ সঙ্গীদের চেয়ে বেশি সক্রিয়ভাবে কাজ করে। রাখাইনদের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পেশা হল ব্যবসা এ ছাড়াও কক্সবাজার এলাকায়, তারা পর্যটককে কেন্দ্র করে পর্যটন ব্যবসার সাথে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে।

২২. রাখাইন সম্প্রদায় সর্বদা অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে মানবিকভাবে প্রস্তুত থাকে। সংখ্যালঘু জাতি অনুভূতি, উন্নত জীবিকার সন্ধান, নিরাপত্তাহীনতা এবং ক্ষতিকর ঘূর্ণিঝড় প্রধানত এই মানসিকতার কারণ। তারা সাধারণত শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে এবং স্থানীয় জনগণ বা সরকারের নিকট থেকে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় না। তারা মূলধারার বাঙালিদের মতো সমান শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক সুবিধা পাচ্ছে। তারা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) বিভিন্ন উন্নয়ন থেকে সমানভাবে উপকৃত হয় এবং তাদের জমি ও সম্পত্তির আইনি অধিকার রয়েছে। তাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার প্রায় 95% এবং তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উচ্চ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলাদেশ সরকারের সিভিল সার্ভিস, ডিফেন্স সার্ভিস এবং অন্যান্য সরকারি ও এনজিও কার্যক্রমে যোগদানের সুযোগ পেয়েছেন। আদিবাসীদের স্থানীয় নেতারাও স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, রাজনীতি, উন্নয়নমূলক কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন। আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে প্রকল্পটি রাখাইন সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকা উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে।

৮ সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন

২৩. এই ফ্রেমওয়ার্কটি নিশ্চিত করতে চায় যে আদিবাসী জনগোষ্ঠী প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমগুলোতে অংশগ্রহণের জন্য যথাযথভাবে অবহিত। তাদের অংশগ্রহণ আরও অধিকতর সুবিধা প্রদান করবে এবং উপ-কম্পোনেন্টের সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাব থেকে তাদের আরও ভালভাবে রক্ষা করবে। যেকোন আদিবাসী পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে একটি প্রাথমিক স্ক্রীনিং প্রক্রিয়া, প্রতিটি উপ-কম্পোনেন্টের প্রভাবের মাত্রা এবং প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য একটি সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনে একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা। আদিবাসী সম্প্রদায়, তাদের নেতা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথে অর্থপূর্ণ পরামর্শ এবং অংশগ্রহণ একটি পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। EE একটি সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (SIA) করবে। SIA জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যের উপর প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করবে; (i) সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি; এবং (ii) প্রকল্প এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপর সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব — ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে।

২৪. সহযোগী সংস্থার সাহায্যে পিকেএসএফ প্রকল্পের কারণে সম্ভাব্য প্রভাব সহ আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মূল্যায়ন করতে প্রাসঙ্গিক আর্থ-সামাজিক সূচকগুলিকে কভার করে সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন বা SIA পরিচালনা করবে। আর্থ-সামাজিক জরিপটি পরিকল্পনা এবং প্রকল্পের ক্ষেত্র চূড়ান্ত করার পরে পরিচালনা করা হয়। আর্থ-সামাজিক সমীক্ষাটি অন্যান্য তথ্যের পরিপূরক হবে এবং এর ফলাফলগুলি আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি মানদণ্ড হিসাবেও ব্যবহৃত হবে। জরিপটি মূলত আদিবাসী পরিবার এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের উপর ফোকাস করবে। সমীক্ষাটি আদিবাসী জনসংখ্যার সামাজিক কাঠামো এবং আয়ের সংস্থান বিশ্লেষণের জন্য নারী-পুরুষ ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করবে। প্রভাবিত আদিবাসী সম্প্রদায় উপর প্রতিটি উপ-কম্পোনেন্টের সামাজিক প্রভাব পর্যালোচনা করার জন্য ডেটা বিশ্লেষণ করা হবে। বিশ্লেষণটি ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক তথ্য প্রদান করবে যাতে, লিঙ্গ, আয়, শিক্ষা এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক তথ্য থাকবে।

২৫. উপরোক্ত তথ্যগুলি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে পৃথক গ্রুপ মিটিং থেকে সংগ্রহ করতে হবে, যার মধ্যে উপজাতীয় নেতা, উপজাতীয় পুরুষ ও মহিলাদের গোষ্ঠী, বিশেষ করে যারা প্রস্তাবিত উপ-কম্পোনেন্টের প্রভাবিত অঞ্চলে বাস করে এমন সম্প্রদায় রয়েছে। আলোচনায় সাবকম্পোনেন্টের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাবগুলির পাশাপাশি সাবকম্পোনেন্টের ডিজাইনের সুপারিশগুলি নিয়েও আলোচনা হবে। সহযোগী সংস্থা সমূহ সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন বা SIA বিশ্লেষণ করার জন্য দায়ী থাকবে এবং এর ভিত্তিতে আদিবাসী/উপজাতি সম্প্রদায়ের নেতাদের সাথে একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করবে। যদি SIA ইঙ্গিত দেয় যে প্রস্তাবিত সাবকম্পোনেন্টের সম্ভাব্য প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিকূল হবে এবং সাংস্কৃতিক চর্চা এবং IP-এর জীবিকার উৎসের জন্য হুমকিস্বরূপ হবে, অথবা আদিবাসী সম্প্রদায় উপ-কম্পোনেন্ট কাজগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PMU)বিষয় সমূহ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবে।

৯. আদিবাসীদের সাথে পরামর্শের কৌশল

২৬. উপ-কম্পোনেন্ট নির্বাচন, নকশা এবং বাস্তবায়নে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ মূলত আইপিপি উদ্দেশ্যগুলি কতটা অর্জন করা হবে তা নির্ধারণ করবে। যেখানে প্রতিকূল প্রভাবের সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে পিকেএসএফ সম্ভাব্য প্রভাবিত আদিবাসী সম্প্রদায় এবং যারা আদিবাসীদের উন্নয়ন সমস্যা এবং উদ্বেগ সম্পর্কে জ্ঞাত এবং/অথবা তাদের সাথে কাজ করে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করবে। কার্যকর অংশগ্রহণের সুবিধার্থে, পিকেএসএফ প্রকল্প কর্মসূচি চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাথে পরামর্শ করার জন্য একটি সময়সূচি অনুসরণ করবে, বিশেষ করে কার্যক্রমের প্রস্তুতির সময়। প্রাথমিক উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত পরীক্ষা করা

হবে. (i) প্রয়োজনীয় কাজের সাথে সম্পর্কিত সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাবগুলি এড়াতে বা কমানোর জন্য কার্যক্রম চিহ্নিত করবে; (ii) সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থা চিহ্নিত করবে; এবং (iii) অর্থনৈতিক সুযোগগুলি মূল্যায়ন এবং গ্রহণ করবে যা পিকেএসএফ, প্রতিকূল প্রভাবগুলি হ্রাস করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলির পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করবে।

২৭. পরামর্শ দুটি পর্যায়ে ব্যাপকভাবে পরিচালিত হবে। প্রথমত, আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে অবস্থিত কোনো উপকম্পোনেন্টের চূড়ান্ত নির্বাচনের আগে, পিকেএসএফ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন এবং সম্প্রসারণ/সংস্কার কাজের সাথে সম্পর্কিত সম্ভাব্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে পরামর্শ করবে। দ্বিতীয়ত, বিস্তারিত প্রভাব মূল্যায়নের আগে, নির্ণয় করতে হবে কিভাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠী সাধারণভাবে উপ-কম্পোনেন্টের জন্য শারীরিক ভৌত কাজ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং আরও ভাল ফলাফলের জন্য যে কোনও ইনপুট/প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত আইপিডিপি এবং ডিজাইনের মধ্যে সমাধান করা হবে। ভৌত কাজে EE আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ব্যাপক অংশগ্রহণের সুবিধা দেবে; পরিচিত আইপি সংস্থা; কম্যুনিটি প্রবীণ/নেতা; IEs, এবং এনজিও এবং সম্প্রদায়-ভিত্তিক সংস্থা (CBOs) এর মতো সুশীল সমাজ; এবং আদিবাসীদের উন্নয়ন সমস্যা নিয়ে সম্পৃক্ত দল ; সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাব সহ সাব-কম্পোনেন্ট সম্পর্কে বর্ণিত গ্রুপগুলিকে সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করতে হবে , তাদের মতামত এবং পছন্দগুলির স্বাধীন অভিব্যক্তি নিশ্চিত করতে হবে; এবং প্রস্তাবিত কাজের আইপি ধারণা এবং সংশ্লিষ্ট প্রভাব, বিশেষ করে প্রতিকূল বিষয়গুলি সহ সমস্ত পরামর্শ বৈঠকের নথির বিবরণ; আদিবাসীদের দেওয়া কোনো ইনপুট; এবং আদিবাসীদের সাথে সম্মত শর্তের একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

২৮. পিকেএসএফ আদিবাসীদের দ্বারা অনুভূত প্রতিকূল প্রভাব এবং সম্ভাব্য (এবং সম্ভাব্য) সমাধান এবং সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ব্যবস্থাগুলির উপর গুরুত্ব প্রদান করে পারিবারিক এবং সম্প্রদায়ের স্তরে বিস্তারিত প্রভাবগুলি মূল্যায়ন করবে। কার্যকরী আলোচনা নিশ্চিত করার জন্য, EE প্রস্তাবিত কার্যক্রমের প্রভাব বিস্তারিতভাবে আদিবাসীদের প্রদান করতে হবে। পরামর্শগুলি সাংস্কৃতিক এবং আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলিকে বিবেচনায় আনতে হবে। পরামর্শের পর্যায়, সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী, পদ্ধতি, এবং প্রত্যাশিত ফলাফলগুলি নীচের সারণী ২-এ বিবৃত হলো।

সারণি ২: আদিবাসীদের পরামর্শ ম্যাট্রিক্স

পরামর্শ পর্যায়	অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শ	অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শ	পরামর্শ পদ্ধতি	প্রত্যাশিত ফলাফল
	প্রকল্প কর্তৃপক্ষ	আদিবাসী সম্প্রদায়		
উপ-কম্পোনেন্টের জন্য বিদ্যমান এবং অবস্থান/সাইটগুলির পুনর্গঠন এবং সাইটসমূহ যাচাইকরণ।	পিকেএসএফ, স্থানীয় সরকার, সহযোগী সংস্থা, এনজিও, এবং অন্যান্য সংস্থা যারা আদিবাসী সম্প্রদায় নিয়ে কাজ করে।	সংস্থা, সম্প্রদায়ের নেতা এবং প্রবীণদেরসহ আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি	উন্মুক্ত সভা এবং আলোচনা, প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প সাইট, আইপি সেটেলমেন্ট এবং আশ-পাশ পরিদর্শন।	সম্ভাব্য সামাজিক সুবিধা এবং ঝুঁকি সম্পর্কে আদিবাসীদের মতামত এবং প্রস্তাবিত কাযর্ক্রমের জন্য সমর্থন অর্জনের সম্ভাবনার প্রাথমিক মূল্যায়ন।
প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের যাচাই	পিকেএসএফ, স্থানীয় সরকার, সহযোগী সংস্থা, এনজিও/সিবিও এবং অন্যান্য সংস্থা যারা আদিবাসী সম্প্রদায় নিয়ে কাজ করে।	আদিবাসী সম্প্রদায়, মূল তথ্যদাতাসহ ক্ষতিগ্রস্থ আদিবাসী, আদিবাসী সংস্থা, সম্প্রদায়ের নেতা/প্রবীণ	উন্মুক্ত সভা, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, স্পট ইন্টারভিউ, ইত্যাদি।	প্রধান সমস্যাগুলি সনাক্তকরণ, আইপি সম্প্রদায়ের মতামত এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির প্রস্তাবিত কার্যক্রম

ঝুঁকি এবং সুবিধাগুলি সুক্ষভাবে পর্বেক্ষণ শর্তগুলির মধ্যে যা সম্প্রদায়ের ঐক্যমতের দিকে পরিচালিত করে	পিকেএসএফ, প্রকল্প পরামর্শদাতা, সহযোগী সংস্থা, এনজিও/সিবিও, অন্যান্য অভিজ্ঞ ব্যক্তি	মূল তথ্যদাতাসহ ক্ষতিগ্রস্থ আদিবাসী, আদিবাসী সংস্থা, সম্প্রদায়ের নেতা/প্রবীণ	আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার; ফোকাস গ্রুপ আলোচনা; নির্দিষ্ট প্রভাব; বিকল্প বা নিরসরণ ইত্যাদি আলোচনা	আরো নিদিষ্ট করে প্রভাব সংক্রান্ত সমস্যা এবং ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য বিকল্প সম্পর্কে মতামত গ্রহণ এবং হ্রাস এবং অবস্থার উন্নয়ন পরিমাপ
সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (SIA)	পিকেএসএফ এবং প্রকল্প পরামর্শদাতা	প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত পৃথক আদিবাসী/পরিবার	কাঠামোবদ্ধ জরিপ প্রশ্নাবলী যা পরিমাণগত এবং গুণগত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে	আইপিডিপির মতামত গ্রহণ, কার্যক্রমের নকশায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এমন সমস্যাগুলি সনাক্তকরণ
হস্তক্ষেপ এবং আইপিডিপি প্রস্তুতি	পিকেএসএফ, প্রকল্প পরামর্শদাতা এবং অন্যান্য অংশীজন	আদিবাসী সংস্থা, সম্প্রদায়ের নেতা/প্রবীণ, প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত আদিবাসী	গ্রুপ পরামর্শ, হট স্পট আলোচনা, ইত্যাদি	আইপিডিপি প্রস্তুতি, এবং প্রতিকূল প্রভাব এড়াতে বা কমানোর জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইনে এসআইএ (SIA) সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা এবং আদিবাসী কর্মসূচির উন্নয়ন
বাস্তবায়ন	পিকেএসএফ, পরামর্শদাতা, সহযোগী সংস্থা এবং অন্যান্য অংশীজন	একক আদিবাসী, আইপি সংস্থা, সম্প্রদায়ের নেতা/প্রবীণ এবং অন্যান্য অংশীজন	বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ কমিটি (আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক)	সমস্যার দ্রুত সমাধান, আইপিপি কার্যকরীভাবে বাস্তবায়ন
পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন	পিকেএসএফ, পরামর্শদাতা, সহযোগী সংস্থা এবং CCAG	আদিবাসী সংস্থা বা গোষ্ঠী এবং ব্যক্তি	পর্যালোচনা এবং পর্যবেক্ষণে আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ	আইপিপি-এর কার্যকারিতা, বাস্তবায়ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান

২৯. আদিবাসীদের অংশগ্রহণকে কার্যকর করার জন্য প্রকল্পে বেশ কিছু কৌশলও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, (i) আদিবাসী সম্প্রদায়ের সবচেয়ে দুর্বল এবং নিঃস্ব সদস্যদের, বিশেষ করে যারা প্রকল্প এলাকায় বসবাস করছে তাদের চিহ্নিত করা ; (ii) বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় জড়িত হতে আইপি-এর সদস্যদের উৎসাহিত করতে হবে; সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) কার্যক্রম সম্পৃক্ত করতে হবে ; (iii) আইপি সদস্যদের সিসিএজি-তে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করার জন্য তাদের সক্ষমতা ও সক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করতে হবে ; (iv)

আদিবাসীদের, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উপায় অন্বেষণ করা, যেমন বৃক্ষরোপণ এবং ঘর নির্মাণে সহায়তা করা ; (v) আদিবাসীদের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা নিশ্চিত করা; এবং (vi) অর্থপূর্ণ পরামর্শ নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত পর্যায়ে সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত যোগাযোগ পদ্ধতি (মৌখিক এবং অ-মৌখিক, স্থানীয় ভাষায়) অনুসরণ করা; (vii) IPPF বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থার ব্যবস্থা করা; (viii) আদিবাসীদের দ্বারা প্রকল্পের পরিকল্পিত সুবিধাগুলি নিশ্চিত করার জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ; এবং (ix) কর্ম পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে আইপি-এর দুর্বলতা মোকাবেলায় উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ IE-কে যুক্ত করা।

১০. আইপিপিএফ এবং আইপিপি এর প্রকাশ

৩০. বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য আদিবাসীদের মাঝে প্রচার করা হবে। PMU এবং স্থানীয় প্রশাসনিক অফিসের কর্মকর্তাদের সাথে সকল আদিবাসীদের তথ্য দেওয়া হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য পাবলিক বিজ্ঞপ্তি ছাড়াও আইপি-এর সাথে বৈঠক করতে হবে । সাধারণভাবে সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য এবং বিশেষ করে আইপিগুলির জন্য, এই IPPF এবং প্রতিটি IPP-এর একটি সারাংশ কমিউনিটি পর্যায়ে সভার সময় স্থানীয় IP ভাষায় (গুলি) এবং প্রকল্প মূল্যায়নের আগে সর্বজনীন স্থানে প্রকাশ করতে হবে। এই প্রক্রিয়া অংশীজনদের প্রক্রিয়াটিতে ইনপুট প্রদান করতে সক্ষম করবে। প্রতিটি উপ-কম্পোনেন্ট আইপিপি প্রভাবিত আইপি সম্প্রদায়ের কাছে বিস্তারিত তথ্যের সাথে প্রকাশ করা হবে যা পরিশিষ্ট-১-এ বর্ণিত হয়েছে। এটি জনসাধারণের পরামর্শের মাধ্যমে করা হবে এবং স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করে ব্রোশিওর, লিফলেট বা পুস্তিকা হিসাবে প্রকাশ করা হবে। স্থানীয় উপজাতীয় ভাষায় IPP-এর হার্ড কপিগুলি নিম্নোক্ত অফিসগুলোতেও প্রকাশ করা হবে: (i) প্রকল্প অফিস; (ii) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়; (iii) উপজেলা নির্বাহী অফিস; এবং (iv) অন্য কোন স্থানীয় পর্যায়ের পাবলিক অফিস।

১১. আইপিপি প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

৩১. পিএমইউ, যেখানে একটি জিসিএসএফ এর স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হিসাবে পিকেএসএফ আদিবাসী সংক্রান্ত বিষয়াদি মোকাবেলা করার জন্য এবং একটি আইপিপি তৈরি এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য দায়ী থাকবে। পিএমইউ কর্মীদের জন্য আইপিপি-তে সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে যারা প্রকল্পের শুরুতে IE কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। IP প্রভাবগুলির সাথে যে কোনও উপ-কম্পোনেন্ট চিহ্নিত হয়ে গেলে, IP-এর প্রভাবগুলিকে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে এবং IPP প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমীক্ষা এবং জরিপ পরিচালনা করা হবে। একজন সিনিয়র স্টাফ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটে আইপি ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করবে এবং আইপিপি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য IE-কে ঘনিষ্ঠভাবে সাহায্য করবে। নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে আইপিপিগুলির জন্য অতিরিক্ত সংস্থান বরাদ্দ করা যেতে পারে।

১২. আইপিপি প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

৩২. EE সংশ্লিষ্ট আইপি-এর উদ্বেগ, অভিযোগ, এবং প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য একটি উপযুক্ত যোগ্য এবং অভিজ্ঞ IE-এর সহায়তায় প্রকল্পের সুরক্ষা কার্যসম্পাদনা প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই এবং সমাধানের জন্য একটি ব্যবস্থা স্থাপন করবে। অভিযোগের প্রক্রিয়াটি প্রকল্পের ঝুঁকি এবং প্রতিকূল প্রভাবগুলির জন্য মাত্রা নির্ধারণ করবে। এটি একটি বোধগম্য এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে আইপি-র উদ্বেগ এবং অভিযোগের সমাধান করবে। এই ব্যবস্থা বিদ্যমান বিচারিক বা প্রশাসনিক প্রতিকারের রাষ্ট্রীয় প্রচলিত নিয়মকে বাধা দিবে না।

৩৩. অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া (GRM) এর অধীনে, IP প্রতিনিধি এবং স্থানীয় অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে একটি অভিযোগ প্রতিকার কমিটি (GRC) গঠিত হবে। আইপিগুলিকে IEs দ্বারা GRC প্রক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত করা হবে। GRM স্বল্প সময়ের মধ্যে অভিযোগের প্রতিকার করতে সক্ষম হবে ইহা নিশ্চিত করার জন্য অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটির সদস্যরা মাঠ পর্যায়ে IE-এর কর্মী, IP-এর প্রতিনিধি এবং জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। EE নিশ্চিত করবে যে GRC নিয়মিত GRC কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে।

৩৪. বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় আইপি-এর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রতিটি সাবকম্পোনেন্টের জন্য জিআরসি প্রতিষ্ঠিত হবে। জনসাধারণের পরামর্শের মাধ্যমে, আইপিদের জানানো হবে যে তাদের পিকেএসএফ থেকে অভিযোগ প্রতিকারের অধিকার রয়েছে। আইপিগুলি জিআরসি-র কাছে তাদের অভিযোগ বা প্রশ্ন উপস্থাপনে সহায়তা করার জন্য আইই-এর সহায়তার জন্যও আহবান জানাতে পারবে। আইন আদালতের অধীনে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মালিকানার অধিকার এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান সংক্রান্ত বিরোধ ব্যতীত, অভিযোগ দায়েরের তারিখ থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে অভিযোগগুলি নিষ্পত্তি করতে হবে।

৩৫. জনসচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে PMU জনসাধারণকে GRM সম্পর্কে সচেতন করবে। অভিযোগ রেজিস্টার এবং অভিযোগ ফর্ম ব্যবহার করে লিখিতভাবে বা GRC-এর যেকোনো সদস্যের সাথে ফোনে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। সংশ্লিষ্ট GRC সদস্যদের (গণ) যোগাযোগের ফোন নম্বর অভিযোগের জন্য হটলাইন হিসাবে কাজ করবে এবং মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করা হবে এবং তাদের অফিসের বাইরে এবং প্রকল্পের সাইটে নোটিশ বোর্ডে স্থাপন করা হবে। GRM নথিগুলি একটি প্রবেশযোগ্য সংস্করণে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে যা স্থানীয় বা উপজাতীয় ভাষায় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অনুবাদ করা হবে এবং এতে GRM সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং প্রতিটি প্রকল্প এলাকায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

১৩. ব্যয় নির্ধারণ এবং অর্থায়ন

৩৬. প্রয়োজনীয় যে কোনও IPP বাস্তবায়নের জন্য RHLP-তে পর্যাপ্ত বাজেটের বিধান থাকবে। প্রথমত, আইপি প্রভাবগুলির সাথে পাওয়া যেকোন সাবকম্পোনেন্টকে মূল্যায়ন করতে হবে এবং আইপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সেই প্রভাবগুলি সনাক্ত ও মূল্যায়ন করতে হবে। যেকোন আইপিপি তৈরির সময় আইপিগুলির উপর বিভিন্ন প্রভাব কমানোর জন্য একটি বিস্তারিত খরচের অনুমান প্রস্তুত করতে হবে। একটি আইপিপি বাস্তবায়নের জন্য বাজেটে প্রধানত আইপি-এর দক্ষতা উন্নয়ন এবং স্ব-কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ, পরামর্শ বা মিটিং, তথ্য প্রচার, জিআরএম, ইত্যাদির খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হবে। IPPF এর পরিপ্রেক্ষিতে উপ-কম্পোনেন্ট মূল্যায়ন এবং চূড়ান্ত হয়ে গেলে, আইপিপি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট EE দ্বারা বরাদ্দ করতে হবে।

১৪. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

৩৭. সহযেগী সংস্থার সহায়তায় পিকেএসএফ আইপিপি (IPP) বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন করবে। সহযোগী সংস্থাগুলি সঠিক তথ্যসহ বেইজলাইন ডাটা সংগ্রহ করবে এবং এবং উক্ত বেইজলাইনের ভিত্তিতে আদিবাসীদের উপর প্রকল্পের প্রভাবগুলি মূল্যায়ন করবে। পিকেএসএফ একটি ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS) এবং রিপোর্টিং সিস্টেম প্রণয়ন করবে। পিএমইউ -এর মাধ্যমে পিকেএসএফ প্রতিটি IPP বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের সার্বিক তত্বাবধান করবে। পিকেএসএফ প্রয়োজনীয় ডাটা/তথ্য সংগ্রহ করবে এবং আদিবাসীদের উপর প্রভাব বিবেচনা করে নিয়মিতভাবে প্রকল্পের ফলাফল এবং প্রভাব বিশ্লেষণ করবে এবং বার্ষিক কর্মক্ষমতা যাচাই করে জিসিএফ এ প্রতিবেদন দাখিল করবে।

৩৮. পর্যবেক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল: (১) আইপিগুলির জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বা উন্নত করা হয়েছে কিনা, তা নিশ্চিত করা; (২) কর্মসূচী অনুযায়ী অগ্রগতি হচ্ছে কিনা এবং নির্দিষ্ট সময়সীমায় তা হচ্ছে কিনা, তা নিশ্চিত করা; (৩) ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন ব্যবস্থা যথেষ্ট কিনা তা মূল্যায়ন করা; (৪) সমস্যা বা সম্ভাব্য সমস্যা চিহ্নিত করা; এবং (৫) দ্রুত কোনো সমস্যা প্রশমিত করার পদ্ধতি চিহ্নিত করা। উপরের তথ্যগুলি পিকেএসএফ এর প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট এবং সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে করা হবে, যা সমস্ত IP-এর জন্য আর্থ-সামাজিক তথ্য পর্যালোচনা করার মাধ্যমে উপ-কম্পোনেন্টের প্রতিদিনের পুনর্বাসন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হবে; আইপিদের সাথে পরামর্শ এবং অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার; কেইস স্টাডি; আইপিগুলির নমুনা জরিপ; মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার; এবং স্থানীয় পর্যায়ে জনসভার আয়োজন করা হবে।

পরিশিষ্ট ১: একটি আদিবাসী পরিকল্পনার রূপরেখা

১. এই রূপরেখাটি আদিবাসীদের সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তার অংশ৷ আদিবাসীদের উপর প্রভাব সহ সমস্ত প্রকল্প বা উপ-কম্পোনেন্টগুলির জন্য একটি আদিবাসী জনগণের পরিকল্পনা (আইপিপি) প্রয়োজন৷ এর বিশদ এবং ব্যাপকতার স্তরটি আদিবাসীদের উপর সম্ভাব্য প্রভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে৷ এই রূপরেখার মূল দিকগুলি আইপিপি-এর প্রস্তুতির পথ দেখাবে,

ক. আদিবাসীদের পরিকল্পনার নির্বাহী সারাংশ

২. এই বিভাগটি সংক্ষিপ্তভাবে তথ্য, তাৎপর্যপূর্ণ অনুসন্ধান এবং সুপারিশকৃত কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকবে৷

খ. প্রকল্পের বর্ণনা

৩. এই বিভাগটি প্রকল্পের একটি সাধারণ বিবরণ প্রদান করবে; প্রকল্পের উপাদান এবং কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা থাকবে যা আদিবাসীদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে; এবং প্রকল্প এলাকা চিহ্নিত করবে৷

গ. সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন

৪. এই বিভাগ (i) প্রকল্প প্রসঙ্গে আদিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যালোচনা করে; (ii) ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যাগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তথ্য প্রদান করে; যে জমি এবং অঞ্চলগুলি তারা ঐতিহ্যগতভাবে মালিকানাধীন বা প্রথাগতভাবে ব্যবহার বা দখল করেছে সে তথ্য প্রদান করে; (iii) প্রকল্পের মূল আদিবাসীদের চিহ্নিত করে এবং প্রকল্পের প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে আদিবাসীদের সাথে অর্থপূর্ণ পরামর্শের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং বেইস লাইন (iv) ক্ষতিগ্রস্থ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে অর্থপূর্ণ পরামর্শের ভিত্তিতে প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রতিকূল এবং ইতিবাচক প্রভাবগুলি মূল্যায়ন করে৷ সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাব নির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আপেক্ষিক দুর্বলতা এবং ঝুঁকির একটি লিঙ্গ-সংবেদনশীল বিশ্লেষণ করে (v) প্রকল্প সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের ধারণা এবং তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার উপর এর প্রভাবের লিঙ্গ-সংবেদনশীল মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করে; এবং (vi) ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে অর্থপূর্ণ পরামর্শের ভিত্তিতে, প্রতিকূল প্রভাব এড়াতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি চিহ্নিত করে এবং সুপারিশ করে বা, যদি এই ধরনের পদক্ষেপগুলি সম্ভব না হয়, এই ধরনের প্রভাবগুলি হ্রাস অথবা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা চিহ্নিত করে এবং প্রকল্পের আওতায় আদিবাসীরা যাতে সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত সুবিধা পায় তা নিশ্চিত করে৷

ঘ. তথ্য প্রকাশ, পরামর্শ এবং অংশগ্রহণ

৫. এই বিভাগটি (i) প্রকল্পের প্রস্তুতির সময় সংশ্লিষ্ট আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে তথ্য প্রকাশ, পরামর্শ এবং অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া বর্ণনা করে; (ii) সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের ফলাফলের উপর তাদের মন্তব্যগুলিকে সংক্ষিপ্ত করে এবং পরামর্শের সময় উত্থাপিত উদ্বেগগুলি চিহ্নিত করে এবং কীভাবে প্রকল্পের নকশায় এগুলিকে সমাধান করা হয়েছে তা বর্ণনা করে; (iii) প্রভাবিত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শের প্রক্রিয়া এবং ফলাফল এবং প্রকল্পের কার্যক্রমের জন্য এই ধরনের পরামর্শের ফলে যেকোন চুক্তির নথিপত্র এবং প্রকল্পের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্যাপক সম্প্রদায়ের সহায়তার প্রয়োজনে এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের প্রভাবগুলিকে মোকাবেলা করার জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা নির্দেশ করে; (iv) বাস্তবায়নের সময় আদিবাসীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া বর্ণনা করে; এবং (v) ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছে খসড়া এবং চূড়ান্ত আইপিপি প্রকাশের বিষয়টি নিশ্চিত করে৷

ঙ. উপকারী ব্যবস্থা

৬. এই বিভাগে আদিবাসীরা যাতে সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত, এবং নারী সংবেদনশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাগুলি পায় তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থাগুলি নির্দিষ্ট করে।

চ. প্রশমন বা প্রতিকার ব্যবস্থা

৭. এই বিভাগটি আদিবাসীদের উপর প্রতিকূল প্রভাব এড়াতে ব্যবস্থাগুলি নির্দিষ্ট করে; এবং যেখানে পরিহার করা অসম্ভব, সেখানে প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী গোষ্ঠীর জন্য চিহ্নিত অনিবার্য প্রতিকূল প্রভাবগুলি হ্রাস, প্রশমিত এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাগুলি নির্দিষ্ট করে।

ছ. সক্ষমতা বৃদ্ধি

৮. এই বিভাগটি প্রকল্প এলাকায় আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানের জন্য (ক) সরকারী প্রতিষ্ঠানের সামাজিক, আইনগত এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা জোরদার করার ব্যবস্থা প্রদান করে; এবং (খ) প্রকল্প এলাকায় আদিবাসীদের সংগঠনগুলি যাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের আরও কার্যকরভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হয়, তাহা নিশ্চিত করে।

জ. অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা

৯. এই বিভাগটি ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অভিযোগের প্রতিকারের পদ্ধতি বর্ণনা করে। এটি ব্যাখ্যা করে যে পদ্ধতিগুলি কীভাবে আদিবাসীদের কাছে প্রবেশযোগ্য এবং সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত এবং নারী সংবেদনশীল।

ঝ. পর্যবেক্ষণ, প্রতিবেদন এবং মূল্যায়ন

১০. এই বিভাগটি আইপিপি বাস্তবায়নের নিরীক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত প্রক্রিয়া নির্ণায়ক ও বেঞ্চমার্কগুলি নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করে। এটি মনিটরিং এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত ও বৈধকরণে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থাও উল্লেখ করে।